হরতালের সমর্থনে সভামিছিল ॥ ২২ দলের যৌথ বৈঠক

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১০ই মার্চের হরতালের কর্মসূচীর সমর্থনে গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণে শিক্ষক-কর্মী জমায়েত এবং বায়তুল মোকাররম চত্বরে মহানগরী সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ ছাড়াও শহরের এখানে-সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের খণ্ড মিছিল ও পথ-সভা অব্যাহত থাকে। এসকল জমায়েতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য সরকারী দল ও মহল-বিশেষের পাঁয়তারার নিন্দা করা হয়। মিছিলগুলি ১০ই মার্চ

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

দেশব্যাপী হরতাল পালনের আহ্বান জানাইয়া ধ্বনি প্রদান করে। আজ বিকাল ৪টায় বায়তুল মোকাররম চত্বর ও প্রাসাদ গেট হইতে শিক্ষকদের দুইটি মিছিল বাহির হইবে।

গতকাল (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের বাসভবনে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ (সবুর) সহ মোট ২২টি বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির হরতাল প্রস্তুতির সপ্তাহের কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা ঘোষণা করিয়াছে। ১০ই মার্চ সমিতির ঢাকার কর্মসূচীর প্রতিও দলগুলি সমর্থন দান করিবে। ৮ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সমিতি সভাপতির বাসভবনে রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, খোদায়ী খিদমতগার, ভাসানী গ্রুপ (নাসের), কেন্দ্রীয় কমিটি, সাম্যবাদী দল (নগেন), বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির কমলাপুর কর্মী সভা, বাংলাদেশ ছাত্র শক্তি, বাংলাদেশ ইসলামিক লেবার ফেডারেশন প্রস্তাব, বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত মারফত ১০ই মার্চের হরতালের কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করিয়াছে।

শিক্ষকদের সমর্থনে প্রচারাভিযানের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য

হরতালের সমর্থনে

নবগঠিত গণতান্ত্রিক পার্টি মহানগর শাখা গত সন্ধ্যায় নয়া পল্টনে কর্মীসমাবেশের আয়োজন করে। লেবার পার্টির ঠেলাগাড়ী চালক সমিতি আজ (বুধবার) বিকাল ৪ টায় শিক্ষকদের সমর্থনে মিছিল বাহির করিবে।

৬ই মার্চ জাগপা বায়তুল মোকাররম চত্বরে জনসমাবেশ এবং বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ফেডারেশন এক সাধারণ সভার আয়োজন করিবে। উভয় সমাবেশ শেষে দুইটি মিছিল নগর প্রদক্ষিণ করিবে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ গত সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্সকে "কালাকানুন" হিসাবে অভিহিত করিয়া উহার পূর্ণ প্রত্যাহার দাবী করিয়াছেন।

সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (সারুলিয়া) এক বিবৃতিতে "সুস্পষ্টভাবে" ঘোষণা করে, অধ্যাদেশের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের বিরাজমান পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সংগঠনের পক্ষ হইতে বলা হয়, কোন আর্থিক দাবী নহে, সরাসরি সরকারী কর্মচারী হিসাবে টিকিয়া থাকাই সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (মানসুরী) অধ্যাদেশ-৮১ শিক্ষকদিগকে "সরকারী কর্মচারী নয়, বরং সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদা" দানের যে সুপারিশ করিয়াছে উহা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।